



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ডফেসিয়িনেসী অফ আইএল-১ রসিপেটর এন্টাগোনিস্ট (ডআইআরএ)

বিরণ 2016

রণে নরণ ও চকিৎসা।

কভাবে রণে নরণ করা যায় ?

প্রথমত রণে লক্ষণসমূহ বচির করে ডআইআরএ সন্দেহে করতে হবে। ডআইআরএ জনেটেকি এনালাইসিসে মাধ্যমে প্রমাণ করা যতে পারে। যদি রণে ২টি মিউটেশন বহন করে, তবে ডআইআরএ নিশ্চি করা যায়। প্রতিটি মিউটেশন বাবা ও মা হতে প্রাপ্ত। জনেটেকি এনালাইসিস প্রতিটি টারশিয়ারী কয়োর সনেটরে নাও থাকতে পারে।

এই পরীক্ষার গুরুত্ব কি?

ESR), CRP, whole blood count ও fibrinogen এর মত পরীক্ষাগুলে সক্রিয় রণে সময়ে প্রদাহের মাত্রা নিপিনরে জন্য় গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষনযুক্ত হবার পর ও এই পরীক্ষাগুলে আবার করে ফলাফল স্বাভাবিকি বা প্রায় স্বাভাবিকি কনি তা দেখা হয়। জনেটেকি এনালাইসিসে জন্য় সামান্য পরিমাণ রক্তরে প্রয়োজন হয়। যসেকল শিশু আজীবন এনাকনিরা চকিৎসায় রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণে জন্য় অবশ্যই রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হবে।

এটি কি চকিৎসা বা নিরাময়যে গ্য ?

নিরাময়যে গ্য নয়, তবে আজীবন এনাকনিরা দ্বারা চকিৎসা করে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

চকিৎসা কি?

এন্টিনফলামটেরী ঔষধ দ্বারা ডআইআরএ পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। উচ্চমাত্রার করটিকোস্টেরয়েডে রণে লক্ষণসমূহকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কনিতু এতে কিছু অনাকাঙ্খিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। এনাকনিরা ফলপ্রদ হবার পূর্বে হাড়ের ব্যথা কমানোর জন্য় ব্যথানাশক ব্যবহার করা যতে পারে। এনাকনিরা, আইএল-১আরএ এর কৃত্রিমভাবে তৈরী রূপ, য়ে প্রোটিনটি ডআইআরএ রণে গীদরে কম থাকে। ডআইআরএর একমাত্র ফলপ্রদ চকিৎসা প্রতিদিন এনাকনিরা ইঞ্জেকশন। এভাবে প্রাকৃতিকি আইএল-১আরএ এর ঘাটতি পূর্ণ করা হয় এবং রণে নিয়ন্ত্রণে আসে। বার বার রণে আক্রমণও এভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এভাবে, বাকী জীবন ঔষধ সবেন করে যতে হয়। প্রতিদিন ঔষধ সবেন করলে বেশীরভাগ রণে লক্ষণসমূহ দূরীভূত হয়। তবে

কিছু রোগীর আংশিক প্রভাব দেখা যায়। চিকিৎসককে পরামর্শ ব্যতীত ঔষধে পরিমিত পরিবর্তন করা উচিত নয়।
ঔষধ সবেন বন্ধ করে দিলে রোগ আবার ফিরে আসবে। এটি একটি মারাত্মক রোগ বধিয় এমনটুকিরা সংগত নয়।

ঔষধে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি?

সবচেয়ে কমটুকর হচ্ছে ইঞ্জেকশনের স্থানে পোকাকর কমড়েরে মত ব্যথা। বিশেষ করে চিকিৎসার প্রথম সপ্তাহে তা
যথেষ্ট ব্যথাময়। ডাইআইআরএ ব্যতীত অন্য রোগে আক্রান্তদেরে জীবানু সংক্রমন ঘটবে। ডাইআইআরএ আক্রান্তদেরেও
একই প্রতিক্রিয়া হয় কনে তার কারণ জানা যায় নাই। এনাকনিরা দ্বারা চিকিৎসা করা হচ্ছে এমন কিছু বাচ্চার
আশাতীতভাবে ওজন বৃদ্ধিঘটে। আমরা জানিনা ডাইআইআরএ তেও তা হয় কনি। ২১ শতকরে শুরু হতে এনাকনিরা
শিশুদেরে কষতেরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কাজেই দীর্ঘময়াদী কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছ কনি, তা এখনো অজানা।

কতদিন চিকিৎসা করতে হবে?

আজীবন

পরথাগত নয় অথবা বকিল্প চিকিৎসা কি?

এমন কোন চিকিৎসা এ রোগেরে জন্ম নাই।

কিধরনের কালক্রমিক চকে আপ জরুরী?

বছরে অন্তত দুইবার রক্ত ও প্ররার পরীক্ষা জরুরী।

রোগটুকিতদিন থাকবে ?

আজীবন

পরনিাম কি?

শীঘ্র চিকিৎসা শুরু করে চালাতে থাকলে ডাইআইআরএ আক্রান্ত শিশুরা সম্ভবত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।
রোগ নির্ণয়ে বলিম্ব হলবে বা নির্দেশমত ঔষধ সবেন না করলে রোগ ক্রমবর্ধমান হতে পারে। এতে বৃদ্ধি ব্যাহত
হয়, অঙ্গবকিত, পঙ্গুত্ব, চর্মেরে কষত ও মৃত্যুও হতে পারে।

সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ কিসম্ভব ?

না, কারণ এটি জনিগত সমস্যা। কাজেই আজীবন চিকিৎসা রোগীকে বাধাহীন স্বাভাবিক জীবনেরে সুযোগ দিতে পারে।